দারুল উলূম (ক্বদীম) দেওবন্দের উদ্যোগ

[মজুদা হালতে ব্যক্তিগত ভাবে দারুল উলূমের বিভিন্ন উস্তাদগণ বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলেও দারুল উলূম দেওবন্দ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উভয় পক্ষ থেকে সমান দুরত্ব বজায় রেখে চলছেন এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানাতের ইসলাহের ব্যাপারেও একটি সীমার মধ্যে থেকেছেন সব সময়। এ যাবত প্রকাশিত সকল মাওকিফে তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন তাবলীগের পক্ষদ্বয়ের কারো সাথেই তাঁরা নেই এবং তাবলীগের সমস্যা তাঁরা নিজেরাই সমাধান করবে। বাংলাদেশে এই মাওকিফগুলো ব্যবহার করে মাদ্রাসার ত্বলাবাদের শূরাপন্থীদের মদদে ব্যবহার করা হলেও দারুল উলূম স্পষ্ট ভাষাতেই তাঁর সকল ছাত্রদের এই বিরোধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া অন্য আরও কিছু জনপ্রিয় ইস্যুতে তাঁরা তাঁদের অবস্থান প্রকাশ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাওকিফ, ফতোয়া ও নোটিশের সংকলন বর্তমান অধ্যায়টি।]

তাবলীগের বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা

[২০১৭ সালের ঈদুল ফিতরের পর নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে দারুল উলূম দেওবন্দ সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে আপাতত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ স্থগিত থাকবে। এবং ৮/৯/২০১৭ তারিখে ৪৯৯ নং হাওয়ালায় দারুল উলূম দেওবন্দ দাওয়াতের তাবলীগের ব্যাপারে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা করেন।]

অধুনা তাবলীগ জামাতের আকাবিরদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে তা আর গোপনীয় নেই। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তাঁদের নিজেদের এই ইখতিলাফের সূচনা থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দের প্রবীণ-নবীন সকল উলামায়ে কেরামের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাবলীগের আকাবিরদের আপোষে বোঝা-পড়ার মাধ্যমে এই ইখতিলাফের দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়, যা তাবলীগের মেহনতের জন্য এবং সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর জন্য মঙ্গল হবে।

এই ইখতিলাফের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ বরাবরই ঘোষণা দিয়ে আসছে যে, এটি সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও ইন্তেজামী বিষয়। এখানে দারুল উলূমের কোন হাত নেই। কেননা **দ্বীনী ইলম ও আহকামের সাথে এই ইখতিলাফের কোন সম্পর্ক নেই।**

দারুল উলূম দেওবন্দের মূল ময়দান অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা ও কর্মপদ্ধতি দ্বীনী ইলম ও আহকামের তা'লীম, তাফহীম, তাবলীগ ও ইশায়াত। তাই তাবলীগের এই ইখতিলাফে দেওবন্দের কোন ধরণের ভূমিকা বা পৃষ্ঠপোষকতার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। স্বয়ং তাবলীগ জামাতের আকাবিরীনগণই এসবের সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের এই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক এটি প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ এই ইখতিলাফে বিশেষ এক পক্ষের সমর্থন যোগাচ্ছে। মৌখিক এই অপপ্রচারের দ্বারা দারুল উলূমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে তো বটেই, সারা দুনিয়া থেকেই জানতে চাওয়া হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রকৃত অবস্থান কী? ফলে আবারো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে, বর্তমান তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দারুল উলূমের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই। দারুল উলূম (তাবলীগের) উভয় পক্ষ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। তাঁদের নিজেদের সমাধানের আগ পর্যন্ত কারো পষ্ঠপোষকতা করবে না।

তবে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব যা দারুল উলূম দেওবন্দের উপরও রয়েছে; সে বিষয়ে দারুল উলূম শুরু থেকেই মুসলিম মিল্লাতের সব পর্যায়ে দ্বীনী ইলম ও দ্বীনী তরবীয়তের জন্য যুগোপযোগী ভাবে নিজ আদর্শে অটল থেকে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যা সারাবিশ্বেই পরিষ্কার। দাওয়াত ও তাবলীগের এই ধারাবাহিকতা যথারীতি চালু রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মুফতী আবুল কাশেম নোমানী
মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
০৯/০৮/২০১৭ ইংরেজি

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 499 — التاریخ 09/08/2017

ایک ضروری وضاحت

تبلیغی جماعت کے اکابر کا باہمی اختلاف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج کی دنیا میں ملتِ اسلامیہ کے مسائل ومعاملات سے ادنی واقفیت رکھنے والا بھی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ اکابر واصاغر سب ہی کی اس اختلاف کی ابتداء سے یہ خواہش رہی ہے کہ جماعت کے اکابر باہمی گفت وشنید سے اس اختلاف کو جس قدر جلد دور فرمالیں یہ صرف جماعت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے حق میں بہتر ہوگا۔

اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف سے متعلق اپنے اس موقف کا بھی بار بار اظہار واعلان کر چکا ہے کہ یہ اختلاف چونکہ جماعت کے داخلی وانتظامی امور سے متعلق ہے دینی علوم واحکام سے براہِ راست اس کا تعلق نہیں ہے جب کہ دارالعلوم دیوبند کا اصل موضوع اور دائرۂ عمل دینی علوم واحکام کی تعلیم وتفہیم اور تبلیغ واشاعت ہے؛ اس لیے اس اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کو کوئی سروکار نہیں ہے، خود جماعت کے اکابر ہی اپنے اس داخلی اختلاف کو بہتر طور سے دور کر سکتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اپنے اس غیر جانب دارانہ موقف کے اظہار واعلان کے باوجود ایک طبقہ کی جانب سے یہ باور کرانے کی مسلسل کوشش جاری ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف میں ایک خاص فریق کا ہمنوا ہے، اس غلط افواہ کی بنا پر ہندوستان ہی نہیں؛ بلکہ بیرونی ممالک کے محبان دارالعلوم بھی اس معاملہ میں دارالعلوم دیوبند کے صحیح موقف کو جاننا چاہتے ہیں اور ایک بڑی تعداد نے اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند سے براہِ راست سوال بھی کیا ہے۔

اس لیے دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر واضح الفاظ میں دردمندانِ ملت کے گوش گزار کر رہا ہے کہ جماعتِ تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کا ادنی تعلق نہیں ہے، اس نے اس نزاعی مسئلہ میں دونوں فریق سے برابر کا فاصلہ بنائے رکھا ہے، نیز ان کا یہ اختلاف جب تک باقی رہے گا وہ دونوں کی سرگرمیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے گا، رہا معاملہ دین کی دعوت وتبلیغ کا تو دارالعلوم دیوبند اپنے عہدِ قیام ہی سے نونہالانِ ملت کی علمی ودینی تعلیم وتربیت کے ساتھ احوال وذرائع کے مطابق اپنے نہج پر دعوت وتبلیغ کی خدمت انجام دیتا چلا آرہا ہے جو عالم آشکارا ہے اور یہ سلسلہ بحمد اللہ حسبِ معمول جاری وساری ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

اللهم أصلح لنا شأننا كله وألف بين قلوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

ابوالقاسم نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۳۸/۱۱/۱۶ھ = ۲۰۱۷/۸/۹ء

ফিৎনা থেকে দূরে থাকতে ছাত্রদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে নোটিশ

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ আমাদের উপরে ফরয। তবে তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ ইখতিলাফের কারণে উদ্ভূত ফিৎনা থেকে দারুল উলূম দেওবন্দকে দূরে রাখতে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই ফয়সালা করেছেন যে, **দারুল উলূমের কোন ব্যক্তি (তাবলীগের) উভয়পক্ষের কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না।**

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! দারুল উলূমের ভিতরে ও বাহিরে তাবলীগ জামাতের মজুদা হালতের ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। দারুল উলূমের চার দেয়ালের ভিতরে যদি কোন ছাত্র বা বহিরাগত কেউ এ নিয়ে ফিকির করে তবে অন্য ছাত্ররা এতে না জড়িয়ে বরং দ্রুত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

Ph (01336) 222429
Fax (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email info@darululoom-deoband.com

دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ .... بسم اللہ الرحمن الرحیم .... التاریخ

اعلان

طلبۂ عزیز۔! اشاعت دین اور تبلیغ اسلام ہمارا فریضہ ہے، مگر تبلیغی جماعت کے آپسی اختلاف سے پیدا شدہ فتنے سے دارالعلوم کو بچانے کے لیے ذمہ داران دارالعلوم نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دارالعلوم کا ہر فرد دونوں جماعتوں سے لاتعلق رہے۔

اس لیے طلبہ عزیز احاطۂ دارالعلوم اندر اور باہر جماعت تبلیغ کی کسی سرگرمی میں شریک نہ ہوں۔ اگر دارالعلوم کا کوئی طالب علم یا بیرونِ دارالعلوم کا کوئی شخص احاطۂ دارالعلوم میں اس طرح کی سرگرمی دکھاتا نظر آئے تو طلبہ اس سے اجتناب کریں اور فوراً ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں۔

اگر کوئی طالب علم خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۴۰/۵/۱۰ھ

আবুল কাসেম নোমানী
মুহতামিম,
দারুল উলূম দেওবন্দ,
১০/৫/১৪৪০ হিজরি।
(১৭/০১/২০১৯ ইং)

নিযামুদ্দিন অনুসারীদের কাজ করতে বাঁধা না দিতে দেওবন্দের ফতোয়া

প্রশ্নঃ # ১৫২৬৮৭, ভারত

১) মাওলানা সা’দ সাহেব কি তাঁর কথা থেকে রুজু করে ফেলেছেন, নাকি করেন নি?

২) হযরত নিযামুদ্দিন মারকাজের সাথে সম্পর্ক রাখনেওয়ালাদের মসজিদে কাজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনাদের বিস্তারিত জবাব চাই?

জবাবঃ # ১৫২৬৮৭ | প্রকাশঃ আগস্ট ০৩, ২০১৭ | ফতোয়া নম্বর 1117-1117/sn=11/1438

بسم الله الرحمن الرحيم

১) এই প্রশ্ন আপনি মাওলানা সা’দ সাহেবের কাছে করুন, কেননা রুজু করা তাঁর কাজ। *[দারুল উলূম দেওবন্দের এই নির্দেশনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মাওলানা সা’দ সাহেবের রুজুর বিষয়ে সরাসরি তাঁকেই জিজ্ঞেস করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এই সত্যটিই উপেক্ষা করা হয়েছে। এবং জিদের বশে নিজেদের মত ব্যাখ্যা দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, মাওলানা সা’দ সাহেব রুজু করেননি। একটি বারও কেউ না মাওলানা সা’দ সাহেবের সাথে দেখা করেছেন আর না কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে মাফ করেন।]*

২) যদি কোন জামাত তাবলীগের বয়ান ও উমূর বা বিষয়ের মধ্যে “গুলু বা অতিরঞ্জন” না করে, মসজিদে অবস্থানের সময় মসজিদের আদবের দিকে দৃষ্টি রাখে, তাহলে **শুধুমাত্র তাদের সম্পর্ক “নিযামুদ্দিন” মারকাজের সাথে আছে, এই অজুহাতে তাদেরকে মসজিদে কাজ করতে বাঁধা দেওয়া সঠিক হবে না।** অতএব, “জামাতের” পক্ষ থেকে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা সত্ত্বেও যারা তাদেরকে মসজিদে কাজ করতে বাঁধা দিচ্ছে, তাদেরকে এই কাজ পরিত্যাগ করা চাই, এমন করা চাই না।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

India152687 # سوال

(۱) کیا مولانا سعد صاحب نے اپنے باتوں سے رجوع کرلیا ہے یا نہیں؟

(۲) مرکز حضرت نظام الدین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو مسجد میں کام کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا تفصیلی جواب چاہئے۔

Published on: Aug 3, 2017 152687 # جواب

بسم الله الرحمن الرحيم

Fatwa: 1117-1117/sn=11/1438

(۱) یہ سوال آپ مولانا سعد صاحب سے کریں؛ کیونکہ ”رجوع“ ان کا عمل ہے۔

(۲) اگر کوئی جماعت تبلیغی بیانات اور امورِ تبلیغ میں ”غلو“ سے احتراز کرے نیز مسجد میں قیام کے دوران آداب مسجد کی رعایت کرے تو محض اس بنا پر مسجد میں کام کرنے سے اسے روکنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا تعلق ”نظام الدین“ سے ہے؛ لہٰذا جو لوگ ”جماعت“ کی طرف سے مذکورہ بالا امور کی رعایت کے باوجود اسے مسجد میں کام کرنے سے روکتے ہیں انھیں اس سے باز آنا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔

واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m2DBXw [৩৪]

মুন্তাখাব হাদীস উৎসাহিত করা

শূরাপন্থীদের অন্যতম একটা এজেন্ডা হচ্ছে ঘরে এবং মসজিদের নিয়মিত তালীমের আমলে মুন্তাখাব হাদীসের তালীম বন্ধ করা। বাংলাদেশের কতিপয় উলামায়ে কেরামও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে মুন্তাখাব হাদীসের তালিমের বিরুদ্ধে বলেন। কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে কিতাবটির বিরুদ্ধে কটূক্তিও করেন। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীনী উন্নতি ও আমলের জযবা পয়দা করার বিভিন্ন পরামর্শ দান কালে নিজে থেকেই বিভিন্ন কিতাবাদির পাশাপাশি মুন্তাখাব হাদীস তালীম করার উৎসাহ দান করেন।

এ সংক্রান্ত কয়েকটি ফতোয়াঃ

[১] একজন নিজের মনের ওয়াসওয়াসা দূর করতে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দারুল উলূমের নিকট পরামর্শ চাইলে দারুল উলূম ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদীসসহ ৫-৬ টি কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ১৬১০৪১, ভারত

জনাব, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আমার উপর একটা দীর্ঘ সময় থেকেই চলে আসছে যে, আমার মধ্যে আল্লাহ, রসূল এবং অনেক আয়াতের ক্ষেত্রে ভুল চিন্তা আসে। যখন কোন ধর্মীয় নাম, আল্লাহর নাম শুনি, আয়াত শুনি তো এমন সময় তার সাথে মিলে এমন খারাপ শব্দগুলো দিয়ে ভুল কথা মনে আসে। কখনও কখনও আল্লাহর সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা আসে যা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। সেসময় সেকেন্ডের কম সময়ে সে চিন্তা হতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসি। নিজেকে এমন নীচু মনে হয়, দ্বীন থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। এ কারণে নামাযে আদায় হতে বহু দূর চলে গিয়েছি। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করি না। ঘরের লোকেরা সবাই বিরক্তি প্রকাশ করে। তারা আমার বেদ্বীনীর ব্যাপারে চিন্তিত এবং আমাকে প্রায়ই তিরষ্কার করে ভাল মন্দ বলে। আমি তাদের বুঝাতে পারি না কেন এমন করছি। হযরত ২২ বছর আগে ১৯৯৪ সালে ৪০ দিন জামাতে গিয়েছিলাম। এর আগেও অনেকবার ৩ দিন ও ১০ দিন লাগিয়েছি। সে সময়কার অভ্যাস এত উত্তম ছিল যে, ধর্মীয় সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা ছিল। এমনকি সেসময় নিজের মহল্লার মসজিদে আযানও দিতাম। আমার পরিবার খুব পাবন্দ পরিবার ছিল। কিন্তু যখন আমার এমন অবস্থা শুরু হলো, ধীরে ধীরে নামায হতে এমন দূরে সরে গেলাম যে, এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না, আমার চিন্তা কোথায় চলে গিয়েছে! তবুও আমার একটি বিশেষ কথা এই যে, ওগুলো ছাড়া আমি আচার ব্যবহারে ধর্মীয় সকল নিয়ম কানুন মেনে চলি। ধর্মের একেকটি বিষয় আওড়াই। সকল আচার ব্যবহার শরীয়ত মোতাবেক করার চেষ্টা করি। সকল ব্যাপারে ধর্ম কি বলে তা আগে দেখি। মেহেরবানী করে কোন অজিফা বা সমাধান থাকলে বলুন। আমি কি ধর্ম

থেকে বের হয়ে গেছি? যদি এমন হয়, আমার জন্য কি করণীয়? আমার সেই কবিরা গুনাহগুলো আল্লাহর নিকট মাফ পাওয়া যাবে?

জবাবঃ # ১৬১০৪১ | প্রকাশঃ মে ১২, ২০১৮ | ফতোয়া নম্বর 1017-907/H=8/1439

بسم الله الرحمن الرحيم

ধর্ম থেকে তো আপনি বের হননি। তবে ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) থেকে বাঁচার উপায় এই যে, অযথা কথা বা কাজ, বাজে ও অসংলগ্ন কথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে নামায, তেলাওয়াতের এহতেমাম করতে থাকুন, আর গুনাহ থেকে নিজে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন; বিশেষতঃ নজরের (চোখের) গুনাহ হতে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খোলামেলা ভাবে অপরিচিত মহিলাদের সাথে কথা বলা হতে বেঁচে থাকুন। আর যদি ওয়াসওয়াসা আসে তাহলে তা শেষ করার চিন্তায় পড়ার দরকার নেই। বরং নিজের সময়কে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব আদায়ে নিয়োজিত রেখে উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য, সঠিক কিতাব গুলো গুরুত্বসহকারে পড়তে থাকা।

উদাহরণ স্বরূপঃ ক) ফাযায়েলে আমল খ) ফাযায়েলে সাদাকাত গ) তালিমুল ইসলাম ঘ) ইলমুল ফিকাহ ঙ) তালিমুদ্দিন চ) যাজাউল আমল **ছ) মুন্তাখাব হাদীস**।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2mmg2sP [৩৫]

[২] এক নববিবাহিত যুবক তাঁর নববধুকে পরিপূর্ণ নামাযী বানানোর জন্য পরামর্শ চাইলে দারুল উলূম তাকে পরামর্শ দেন নরমিয়াতের সাথে বুঝানো, দুআ করা এবং ফাযায়েলে আমাল ও মুন্তাখাব হাদীস থেকে তালীম করা।

প্রশ্নঃ # ৬৮৬১৩, ভারত

আমার বিয়ে দুই বছর হয়েছে। আমার স্ত্রী ফজরের নামায পড়ে না। এখন আমি কি করি? পথ প্রদর্শন করুন।

জবাবঃ # ৬৮৬১৩ | প্রকাশঃ ৩রা, সেপ্টেম্বর ২০১৬ | ফতোয়া নম্বরঃ 1267-1296/L=11/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনি হিকমত ও নম্রতার সাথে বিবিকে তৈরি করতে থাকুন আর শোয়ার আগে ফাজায়েলে আমল ও **মুন্তাখাব হাদীস** ইত্যাদির তালীম শুরু করুন। ইনশাআল্লাহ, এতে অনেক ফায়দা হবে।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন।

দারুল ইফতা, দারুল ইফতা দেওবন্দ।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVptz9 [৩৬]

[৩] একজন প্রায়ই স্বপ্নে তাঁর বাবার সাথে তর্ক করছেন, এর ব্যাখ্যা চাইলে দারুল উলূম স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদীসসহ ৪ টি কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ৫৭৯৪৪, ভারত

প্রতি দুইদিন পর স্বপ্নে দেখি যে, আমি বাবার সাথে ঝগড়া করছি। দয়া করে এর ব্যাখ্যা বলুন?

উত্তরঃ # ৫৭৯৪৪ | প্রকাশঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ | ফতোয়া নম্বরঃ 285-271/H=4/1436-U

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, মা বাবার উচ্চ মর্যাদা, তাঁদের আদব ও সম্মান এবং তাঁদের খেদমতে কোন ঘাটতি হচ্ছে। আপনি হয়ত তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ হুকুক বা হকসমূহ আদায়ে যত্নবান নন। এই কাজসমূহ সংশোধনের দিকে মনযোগী হওয়ার সাথে সাথে ১) হায়াতুল মুসলিমিন ২) বেহেশতী জেওর ৩) ফাযায়েলে সাদাকাত ৪) **মুন্তাখাব হাদীস** নিয়মিত গুরুত্ব সহকারে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকারী হবে।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন।

দারুল ইফতা, দারুল ইফতা দেওবন্দ।

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVpXFt [৩৭]

[৪] একজন ঘরের বরকত আনয়নের জন্য কিছু আমলের পরামর্শ চাইলে দারুল তাকে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত এবং ফাযায়েলে আমল ও মুন্তাখাব হাদীসের তালীমের পরামর্শ দেন।

প্রশ্নঃ # ১৩০৫৯, ভারত

আসসালামু আলাইকুম, মুফতী সাহেব আমার ঘরে বরকত আনয়নের জন্য আমাকে কিছু দুআ এবং দুআ গুলো পাঠ করার সময় বলে দিন। আমাদের কামাই রোজগার ভালোই। কিন্তু কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় যে আমাদের ঘরে ১০০ রুপিও থাকে না। আমাদের ঘরে কোন বরকত নেই। তাই আমাদের কিছু দুআ বলে পাঠান। ধন্যবাদ।

জবাবঃ # ১৩০৫৯ | প্রকাশঃ ২৪ মে, ২০০৯ | ফতোয়া নম্বরঃ 771/590=L/1430

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী আপনার ঘরে আসবে যদি প্রতিনিয়ত কুরআন তিলাওয়াত করেন বা ফাযায়েলে আমাল ও **মুন্তাখাব হাদীস** ইত্যাদি পড়েন। আপনার এগুলো শুরু করা উচিত।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVCKrm [৩৮]

এখানে নমুনাস্বরূপ এই কয়টিই দেয়া হল। মুন্তাখাব হাদীসের পক্ষে দারুল উলূম থেকে এমন বেশ কিছু পরামর্শমূলক ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তোহমতের জবাব দেয়া

হেদায়েত আল্লাহ তায়ালার হাতে নেই (নাউযুবিল্লাহ!) এই তোহমতের জবাব

একজন এমন একটা কথা বলে দারুল উলূমের মতামত জানতে চাইলে দারুল উলূম তাকে আংশিক কথা শুনে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে দেন। এবং কিছু ওয়াজাহাত করেন।

প্রশ্নঃ # ৬৯২৬৪, ভারত

এই বয়ান মাওলানা সা'দ নিযামুদ্দিন মারকাজে করেছেন- আর কোন ধারণায় একথা বৈধ মনে করা যেতে পারে (অর্থাৎ তাঁর সেই ধারণার কথায় আবাক হয়ে গেলাম) যে, **আল্লাহর হাতে হেদায়েত নাই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন**। আমি দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের লেখা পড়ে দ্বীন মেনে চলতে শিখেছি। আজ একটা সহজ কথার জবাব না পেয়ে দুঃখ হচ্ছে। এটা এক বয়ানে বলা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই যে, **আল্লাহর হাতে হেদায়েত নাই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন**। এ কথা **আপনাদের নিকট কি ইসলামসম্মত**, আর **ঐ বয়ানকারীকে এরকম কথা বলা থেকে বিরত রাখার জন্য** বর্তমানে **উলামায়ে কেরামের কি দায়িত্ব রয়েছে**? এই দুইটি কথা জানা উদ্দেশ্য ছিল, বহুত মেহেরবানী হত যদি জবাব পাওয়া যেত।

জবাবঃ # ৬৯২৬৪ | প্রকাশঃ আগস্ট ০৩, ২০১৬ | ফতোয়া আইডিঃ 1058-1136/L=10/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বে এক প্রশ্নে আপনি চারটি বাক্য লিখেছিলেন। সেগুলো সম্পূর্ণ বর্ণনা ছিল না। তাই সেটা যাচাই করার দরকার পড়েছে। এজন্য আপনার উচিত ছিল যে বয়ানের ঐ অংশ বিশেষ **সম্পূর্ণ** লেখা, যাতে উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য নিজে নিজেই পরিষ্কার হয়ে যেত। প্রেক্ষাপট জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল। আপনি এই প্রশ্নে সেই বাক্যগুলোর মধ্যে শুধু একটি বাক্য লিখেছেন, যা প্রথম প্রশ্নে এমন ছিল *"তুমি এই খেয়ালে আছ যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহর হাতে হত, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নবীদের কেন পাঠাতেন"* আর এখন এই দ্বিতীয় প্রশ্নেও উক্ত বাক্য এমনঃ *"আল্লাহর হাতে হেদায়েত নেই নতুবা তিনি নবীদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠাতেন।"* প্রথম বর্ণনাকে যদি এভাবে লেখা যায় *"তুমি এই খেয়ালে আছ যে হেদায়েত আল্লাহর হাতে। অতএব, আমাদের মেহনত করার কি প্রয়োজন? যদি ব্যাপারটি এমনই হত তাহলে আল্লাহ নবীদের কেন পাঠাতেন?"* তো আপনি নিজেই চিন্তা **করুন যে এই কথায় কি খারাপী আছে?** আর যদি কথার উদ্দেশ্য সেটাই হত যেটা আপনার দ্বিতীয় (প্রশ্নের) বর্ণনার দ্বারা বুঝিয়েছেন, তো সেটাকে কে সঠিক মনে করতে পারে? তাই **এই ব্যাপারে উত্তম এটাই ছিল যে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগের সাথে শুনে নেওয়া বা বয়ানকারীকেই জিজ্ঞেস করে বুঝে নেওয়া**।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন,
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ।

سوال # 69264

یہ بیان مولانا سعد نے کیا ہے مرکز نظام الدین میں کیا ہے اور پس منظر ایسا کون سا ہوگا جس میں یہ لفظ جائز ٹھہرایا جاسکے۔ (پس منظر کی بات سے حیرانی ہوئی) کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا۔ میں نے دیوبند علماء کو پڑھ کر دین کی طرف چلنا سیکھا۔ آج ایک سیدھی سی بات پر جواب نہ ملتا دیکھ کر دکھ ہوا۔ یہ ایک بیان میں کہی گئی باتیں ہیں جن میں سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا۔ یہ الفاظ آپ کے نزدیک کیا اسلامی حیثیت رکھتے ہیں اور اسے بیان کرنے والے کے لیے وقت کے علماء حضرات کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسے ایسی باتوں سے روکنے کے لیے؟ یہ دو باتیں جاننا مقصود ہیں اگر جواب مل سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔

Published on: Aug 3, 2016

جواب # 69264

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa ID: 1058-1136/L=10/1437

پچھلے استفتاء میں آپ نے چار جملے نقل کیے ہیں وہ پوری عبارت نہیں ہیں اس لیے تنقیح کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے جواب میں آپ کو چاہئے تھا کہ بیان کی وہ عبارت پوری لکھتے جن سے ان جملوں کا مقصد خود بخود واضح ہوجاتا، پس منظر پوچھنے کا یہی مقصد تھا آپ نے اپنے سابقہ جملوں میں سے صرف ایک جملہ لکھا ہے جو پہلے سوال میں یوں ہے "تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتے" اور اب دوسرے سوال میں وہی جملہ یوں ہے: "اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا"، پہلی عبارت کو اگر یوں لکھ دیا جائے "تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لہذا ہماری محنت کی کیا ضرورت حالانکہ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتے" تو آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا برائی ہے اور اگر مقصودِ کلام وہی ہے جو آپ کی دوسری عبارت سے ظاہر ہے تو اس کو کون صحیح سمجھ سکتا ہے۔ ویسے اس معاملہ میں بہتر یہی تھا کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جاتا یا صاحب معاملہ سے دریافت کر لیا جاتا۔

واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kJs8Mp [৩৯] অডিও লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kVR03v (৯:১০ থেকে) [৪০]

[**লক্ষ্যণীয়ঃ** "হেদায়েত আল্লাহ তায়ালার হাতে নেই (নাউযুবিল্লাহ!)" এই তোহমতের দ্বারা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ফিৎনা করা হয়েছে। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দ এই ফতোয়ার দ্বারা [৩৯] আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এটি একটি বিকৃত ও খণ্ডিত বক্তব্য।

প্রশ্নে বুঝা যাচ্ছে প্রশ্নকর্তা বেশ আবেগ ব্যবহার করে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া চেয়েছেন। এবং জবাবে বুঝা যাচ্ছে এই প্রশ্ন একবার নয় বরং একাধিকবার এসেছে। এবং এই ফতোয়ার তারিখ লক্ষ্য করুন - **৩ আগস্ট, ২০১৬**।

দারুল উলূম দেওবন্দের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্ত্বেও দুই বছরেরও অধিক সময় পরে ২২ নভেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে 'মাসিক আদর্শ নারী' পত্রিকা বেশ উৎসাহের সাথে তাঁদের ভাষায় 'এক্সক্লুসিভ প্রবন্ধ' প্রকাশ করে। সেখানে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ মাওলানা সা'দ সাহেবের

ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের অনাস্থার এক নম্বর কারণ উল্লেখ করেছেন– মাওলানা সা’দ সাহেব দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। দৃষ্টান্ত– তিনি বলেছেন, “হিদায়াত যদি আল্লাহর হাতেই থাকতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নবীদের পাঠালেন কেন!?” অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন হিদায়াত আল্লাহর হাতে নেই; বরং নবীদের হাতে! (নাউযুবিল্লাহ) [৪১]

প্রায় একই রকম কথা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ফারুক হাফিজাহুল্লাহ ‘সাদ সাহেবের আসল রূপ’ নামক তোহমৎ (দোষারোপ) ভিত্তিক বানোয়াট রেফারেন্স ও তাহকীক ছাড়া পুস্তিকায় ১২ পৃষ্ঠায় এসেছে “ভ্রান্ত আকিদা: ২৪. হেদায়েতের সম্পর্ক যদি আল্লাহর হাতে হতো, তাহলে নবী পাঠাতেন না।” মন্তব্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়, “কুরআন মজিদের শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হেদায়েত আল্লাহর হাতে এবং ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা, কিন্তু সা'আদ সাহেব তার বিরোদ্ধে (!) অবস্থান নিয়েছেন।

আফসোস! শূরাপন্থী প্রোপাভাকারীরা বারবার চেষ্টা করেও দারুল উলূম দেওবন্দকে ধোঁকা দিতে পারেনি। কিন্তু এদেশের সরলমনা উস্তাদদের উস্তাদ বড় বড় মুফতি, মুহাদ্দিস, ওয়ায়েজীন, শায়খুল হাদীসদের ধোঁকা দিয়ে দিল। এই তোহমতটি মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ ২৮ জুলাই ২০১৮ মোহাম্মাদপুরে ওয়াজাহাতী জোড়েও উল্লেখ করেছেন। [৪২] সেখানে তাঁদের ভাষায় ‘আকাবিরে উম্মত’ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত ‘আকাবিরে উম্মতে’র কেউই তখন এর প্রতিবাদ করেননি। পরেও কখনো করেননি। বুঝা যায় তাঁরা কেউই আসলে দেওবন্দের এই ফতোয়াটি [৩৯] সম্পর্কে অবগত নন। তিনি আরো বিভিন্ন জায়গায় একই কথা বলেছেন। যেমন মিরপুরের রূপনগরে এক জোড়েও বলেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরং অনুলিখন করে তা প্রচার করা হয়েছে। [৪৩] আফসোস! এদেশে হাজার হাজার কাসেমী! আর দেওবন্দের নামে অন্তঃপ্রাণ আলেম তো অভাব নেই। কিন্তু একজনও কি নেই যারা দারুল উলূম দেওবন্দের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন? তাঁদের প্রকাশনা গুলো নিয়মিত পড়েন? কেউ কি ছিল না তাঁদের সতর্ক করে যে, বিনা যাচাইয়ে এই মিথ্যা তোহমৎ দ্বারা উম্মতকে বিভ্রান্ত কেন করছেন!

এসব কিছুই হল দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয়ের অভাব। আমাদের উলামায়ে কেরাম দেওবন্দের প্রতি প্রচণ্ড মুহাব্বাত রাখলে এ কথা স্পষ্ট যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে তাঁদের যথাযথ সমন্বয়ের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। বরং দারুল উলূম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মুহাব্বাতের নেশায় বিভোর হয়ে এমন কিছু করছেন যা দারুল উলূম দেওবন্দ নিজেও করেননি। যদি সমন্বয় থাকত তাহলে এসব তোহমৎ আরোপ করার আগে অন্তত দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে যোগাযোগ করতেন। এমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন মুহাব্বাত খুবই ক্ষতিকর, উদাহরণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর মুহাব্বাতে বিভোর হয়ে মন মত আমল করা খুবই ক্ষতিকর।

পক্ষান্তরে মাওলানা সা’দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বরাবরই দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সমন্বয় করে চলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দারুল উলূম নিযামুদ্দিনে চিঠি পাঠিয়েছেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিযামুদ্দিনে না পাঠিয়ে তাঁদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছেন। সবক্ষেত্রেই মাওলানা

সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তাঁদের সাথে সমন্বয় করে রুজু করেছেন। এই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় আমরা এর বিস্তারিত ঘটনা প্রবাহ দেখব ইনশাআল্লাহ।

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ প্রাগুক্ত প্রবন্ধে [৪১] আরও দাবি করেছেন 'মাওলানা সা'দ সাহেবকে রুজু করার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তিনি রুজু করেন নি'। এরও কোন সত্যতা আমরা পাইনি। বরং এই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহে এটাই প্রমাণিত হয়েছে দেওবন্দ থেকে আপত্তি আসার পরে মাওলানা সা'দ সাহেব কখনো দেরি করেননি। সর্বোচ্চ সাত দিন সর্বনিম্ন এক বেলার মধ্যেই তিনি রুজু করেছেন। যতটুকু দেরি হয়েছে দারুল উলূম থেকেই হয়েছে। সম্ভবতঃ রুজুনামা যাচাই বাচাই এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এই দেরির কারণ।

আমরা আশা করি আমাদের এই সংকলন প্রকাশের পরে আমাদের মাথার তাজ এই সম্মানিত উলামায়ে কেরামের ভুল ভাঙবে এবং তাঁরাও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতি সম্মান জানিয়ে, আমাদের পুণ্যাত্মা আকাবির যেমন মাওলানা থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখদের অনুসরণে নিজেদের পূর্বের বক্তব্য থেকে রুজু করবেন। যা তরুণ আলেমদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।]

'ব্যক্তিপূজা' তোহমতের জবাব

প্রোপ্যাগান্ডার শিকার হয়ে শুরুতে সাথীরা কিছুটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে পড়লেও পরবর্তীতে তাহকীকাতের দ্বারা নিশ্চিত হয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের ইমারতের উপরেই অটল থাকেন। কিন্তু প্রোপ্যাগান্ডাকারীরা তাদের বিদ্রোহে সফল হতে এই সাথীদের উপর 'ব্যক্তিপূজা'র অপবাদ আরোপ করে, যা এখনো অব্যাহত আছে। অথচ সরাসরি মাওলানা সা'দ সাহেবের নাম উল্লেখ করেই প্রশ্ন করা হয়েছিল মাওলানা সা'দ সাহেব বা অন্য কারো ভক্ত হলে 'ব্যক্তিপূজা' হবে কিনা। এর উত্তরে আরো প্রায় সাত বছর আগেই (১ জানুয়ারী ২০১২) দারুল উলূম দেওবন্দ নিশ্চিত করেছেন, **কারো প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় কারণে তার ভক্ত হলে একে 'ব্যক্তিপূজা' বলা যাবে না।**

প্রশ্নঃ # ৩৬২০৯, ভারত

কেউ যদি নিজেকে কারো ভক্ত দাবি করে যেমন কেউ মাওলানা আরশাদ মাদানী বা মাওলানা সা'দ সাহেবের ভক্ত, এটা ইসলামের অনুমোদিত কিনা? এটা কি 'ব্যক্তিপূজা' হবে?

জবাবঃ # ৩৬২০৯ | প্রকাশঃ ১ জানুয়ারী ২০১২ | ফতোয়া নম্বরঃ 135/L=69/TL=1433

بسم الله الرحمن الرحيم

যদি কেউ কারো জ্ঞান বা ধর্মীয় উৎকর্ষের কারণে তাঁর ভক্ত হয় এতে কোন ক্ষতি নেই। এটা মানুষের ভিতরের বিষয়ের (অন্তরের) সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এটা যে কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে। এটা আমদের সালাফ ও খালাফ থেকেও প্রমাণিত যে, তাঁদের অনেকেই কারো কারো প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এখন পৃথিবী বদলে গেছে, লোকজন আল্লাহ ভীরু ধর্মীয় পণ্ডিতগণের বদলে ফিল্ম স্টারদের ভক্ত হচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m7Zzs3 [88]

নিযামুদ্দিনের অনুসারীদের গোমরাহ বলার জবাব, যারা এমন বলে তারা নিজেরাই গোমরাহ

প্রশ্নঃ # ৬৯১৫৮, ভারত

বাংলাওয়ালী মসজিদ বস্তি হযরত নিযামুদ্দিন দিল্লীর সাথে সম্পর্কিত বর্তমান 'তাবলীগ জামাত' কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে খারিজ (বহির্ভূত)? যারা তাদেরকে গোমরাহ বলে, তাদের ব্যাপারে কি হুকুম? নাকি তারা নিজেরাই গোমরাহ?

জবাবঃ # ৬৯১৫৮ | প্রকাশঃ ২৯ আগস্ট ২০১৬ | ফতোয়া নম্বরঃ 967-786/D=11/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

বস্তি নিযামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাম করনেওয়ালা জিম্মাদারগণ আহলে হক্ক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব জিম্মাদারদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে খারিজ বলাই গোমরাহীর কথা। বাংলাওয়ালী মসজিদের দিকে সম্পর্কিত তাবলীগ জামাতের লোকজন মজমুয়ী (সমষ্টিগত) ভাবে আহলে হক্ক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাদের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই এই জামাতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে বহির্ভূত বলাই গোমরাহীর কথা। তবে হ্যাঁ, তাবলীগী জামাতের মধ্যে শামিল কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে গলদ ফিকির বা আকীদাহ রাখতে পারে, এটাতো ভিন্ন বিষয় / কথা। এই কারণে পুরা জামাতকে অপবাদ দেওয়া যায় না।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2ktas7s [৪৫] ভিডিও লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kWccq4 [৪৬]

ক্যামেরাযুক্ত ফোনের ব্যাপারে মাওলানা সা'দ সাহেবের বক্তব্যের অনুরূপ দেওবন্দের ফতোয়া

প্রশ্নঃ # ২৪৪০৩, ভারত

আমি হায়দারাবাদের বাসিন্দা। আমি শুনেছি যে, মাইক দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। একথা কি সঠিক না কি ভুল? পকেটে ক্যামেরাযুক্ত (মোবাইল) ফোন নিয়ে নামায পড়লে, সেই নামায কবুলের উপযুক্ত হবে কি হবে না?

জবাবঃ # ২৪৪০৩ | প্রকাশঃ আগস্ট ৩১, ২০১০ | ফতোয়া নম্বরঃ (বা) 1572=1231-9/1431

بسم الله الرحمن الرحيم

যদি মানুষ কম থাকে, ইমামের তাকবীরের আওয়াজ সব মুক্তাদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন মাইক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। আর প্রয়োজন ছাড়া নামাযের জন্য মাইক ব্যবহার করা মাকরূহ।

ক্যামেরাযুক্ত ফোন *'আলাই লাহওয়াও ওলাইব'* (অহেতুক সময় নষ্ট করার ও খেলাধূলার যন্ত্র)এর অন্তর্ভুক্ত। **এটা ঘরে বা নিজের পকেটে রাখা মাকরূহ**।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2mugRjx [৪৭]

তাবলীগের কাজের আহকাম স্পষ্ট করা

[বাংলাদেশে পূর্ব থেকেই কিছু কিছু লোক কানাঘুষা করত, এখন মজুদা হালতের সুযোগে আরো কিছু লোক একটু জোরেশোরেই বলাবলি শুরু করেছে যে– 'তাবলীগের কাজ নফল বা মুস্তাহাব', 'তাবলীগের কাজে আত্মশুদ্ধি নেই', 'মাদ্রাসায় পড়াই আসল তাবলীগ', 'চার মাস জামাতে কি এমন ঈমান হাসিল হবে বা কি এমন ফায়দা হবে?' ইত্যাদি। দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতা অনেক আগে থেকেই এসবের জবাব দিয়ে রেখেছেন।]

তাবলীগের কাজ কি ফরজে আইন?

প্রশ্নঃ # ১২৩০, বাংলাদেশ

আসসালামু আলাইকুম। আমি দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। তাবলীগ জামাতের কিছু লোক বলছে একটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। কেননা বেনামাযীর তুলনায় নামাযীর সংখ্যা খুবই কম। তাবলীগ জামাতের এই দাবীর সাথে ইসলামের সঠিক রায় কি?

জবাবঃ # ১২৩০ | প্রকাশঃ ২৮ জুন, ২০০৭ | ফতোয়া নম্বরঃ 444=442/M

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁরা ঠিকই বলছেন। এর মানে হল, প্রত্যেক মুসলমানকে তার অবস্থান ও ইলম অনুসারে ইসলাম প্রচার করতে বলা হচ্ছে। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্বশীল। এভাবে প্রত্যেক মুসলমানের তার নিজ ইলম/জ্ঞান অনুযায়ী দাওয়াতের জিম্মাদারী রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন!
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m7rMza [৪৮]

মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মাওলানা সা'দ সাহেবের অনুরূপ ফতোয়া দেয়া

প্রশ্নঃ # ২১৭৯, বাংলাদেশ

বর্তমানে আমরা কম্পিউটারে এমনকি মোবাইলেও সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ সংরক্ষণ করতে পারি। যে মোবাইলে কুরআন শরীফ থাকে তা নিয়ে কি আমরা টয়লেটে যেতে পারব? কম্পিউটার বা মোবাইলে কুরাআন শরীফ দৃশ্যমান থাকা অবস্থায় কি আমরা অজু ছাড়া স্ক্রীন স্পর্শ করতে পারব?

জবাবঃ # ২১৭৯ | প্রকাশঃ ২৯ নভেম্বর ২০০৭ | ফতোয়া নম্বরঃ 1029/1029=J

بسم الله الرحمن الرحيم

মোবাইলে কুরআন শরীফ রাখা হলে সাধারণতঃ এর অমর্যাদা ও অপবিত্রতা রোধ করা যায় না। তাই **মোবাইলে কুরআন শরীফ রাখাই উচিত নয়**। হ্যাঁ, আপনি কম্পিউটারে রাখতে পারেন। তবে যখন তা স্ক্রীনে দৃশ্যমান থাকে তখন তা কুরআনের পাতা হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং বিনা অযুতে তা স্পর্শ করা জায়েজ হবে না।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন!
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kwtRo8 [৪৯]

[**লক্ষ্য করুনঃ** মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম একটু শক্ত ভাবেই মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত করার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দ আরো একযুগ আগে থেকেই মনে করে আসছেন মোবাইলে কুরআন শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না। তাই মোবাইলে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা দূরে থাক বরং রাখাই উচিত নয়!]

জামাতে যাওয়া কি জরুরি?

প্রশ্নঃ # ৬৫৪০৮, ভারত

আমি কেরালা থাকি। এখানকার সকল সুন্নী আলেমগণ তাবলীগ জামাতের বিরোধী। তাঁরা বলেন আমাদের তাবলীগ জামাতের অনুসরণ করা উচিত নয়, কারণ তাঁদের আকীদাহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধী। আপনাদের কি অভিমত? তাবলীগের লোকেরা মানুষকে ৩ দিন, ৪০ দিন বা ৬ মাসের জন্য জামাতে যেতে বলে। কিন্তু তাবলীগীরা ছাড়া কেউ তাদের কথা শুনে না। এটা কি বিদআত? তারা বলে এভাবে জামাতে যাওয়া একান্ত জরুরি। দয়া করে জানাবেন।

জবাবঃ # ৬৫৪০৮ | প্রকাশঃ ২১ মে ২০১৬ | ফতোয়া নম্বরঃ 836/848/L=08/1437

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) তাবলীগ জামাতের আকীদাহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতেরই আকীদাহ।

(২) ৩ দিন বা ৪০ দিনের জন্য জামাতে যাওয়া, এটা তাদের একটা নাহাজ। আরও একটা কারণ হল, এই দিনগুলো (৩ দিন বা ৪০ দিন) আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্ব রাখে। অনেক হাদীসেই কোন কোন নেক আমল টানা ৪০ দিন করার জন্য বিশেষ পুরষ্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই আলাদা ভাবে এই দিনগুলোর (৩ দিন বা ৪০ দিন) কথা উল্লেখ করা দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সংযোজন নয়। তাই একে বিদআত বলা যায় না।

(৩) জামাতে যাওয়া জরুরি নয়। তবে, **প্রয়োজন অনুসারে ইলম হাসিল করা এবং আত্মশুদ্ধি বাধ্যতামূলক। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জামাতে যাওয়া একটি কার্যকর ও উপকারী পদ্ধতি।**

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ

লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m6fxTy [৫০]

তাবলীগ জামাতের মাসলাক দেওবন্দেরই মাসলাক এবং আত্মশুদ্ধির জন্য খুবই উপকারী

প্রশ্নঃ # ১৫৭০, ভারত

১) তাবলীগী জামাত এবং তাদের কথা শোনা ও তাদের সাথে কাজ করার ব্যাপারে দেওবন্দের অভিমত কি? ২) পাকিস্তানের ডঃ ইসরার আহমাদ সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

জবাবঃ # ১৫৭০ | প্রকাশঃ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ | ফতোয়া নম্বরঃ 519/521=M

بسم الله الرحمن الرحيم

উলামায়ে দেওবন্দের মতে তাবলীগ জামাত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্গত একটি হক্ব জামাত এবং দেওবন্দের মাসলাকের অনুসারী। জামাতটি উম্মতের ইসলাহের জন্য খুবই সচেতন ও আন্তরিক। তাই **আত্মশুদ্ধির নিয়তে তাদের কথা শোনা এবং তাদের সঙ্গ দেয়া খুবই উপকারী।**

(২) ডঃ ইসরার আহমাদ সম্পর্কে পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের জিজ্ঞাসা করুন।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2kZ1gbh [৫১]

দ্বীনের পথে চলতে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা কোনটি?

প্রশ্নঃ # ৯৭৫, ভারত

আমি কাশ্মীরের শ্রীনগরের একজন কলেজ ছাত্র। মুসলিম প্রধান এলাকা হিসাবে এখানে অনেক ইসলামের নামে অনেক সংগঠন তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করে। তাই তাদের মতাদর্শের মধ্যে বেশ পার্থক্য ও বিরোধ আছে। একে অপরকে কাফির এবং বাতিল পর্যন্ত বলে ফেলে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যখন দ্বীনের দিকে ফিরতে চায় এবং আল্লাহর হুকুম মত চলতে চায় তখন তার জন্য খুব সমস্যা হয়ে যায়। কারণ এই ব্যাপারে ফলপ্রসু হতে কারো সাথে জুড়ে কাজ করতে হয়। এবং সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন সংগঠনটি হক্ব? আমি একজন নেক লোক পেয়েছিলাম যিনি আমাকে ইসলামের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি জামাতে ইসলামীর সাথে জড়িত ছিলেন। প্রতিটি সংগঠনের মধ্যেই কিছু ভালো এবং কিছু খারাবী দেখি। এখানে অনেক সংগঠন আছে। জামাতে ইসলামী, দেওবন্দী জামাত, বেরেলভী জামাত, আহলে হাদীস, তাবলীগ জামাত, তাহরীকে হুরিয়াত এমন অনেক গুলো। আমি খুব সন্দিহান হয়ে যাই। নিজের পড়াশুনা বা ঘাঁটাঘাঁটি করে সহীহ জিনিস খুঁজব এটাও সহজ নয়। এ ব্যাপারে আমাকে দয়া করে উপদেশ দিবেন। আমার জন্য দুআ করবেন যেন সফল হই। ওয়াসসালাম।

জবাবঃ # ৯৭৫ | প্রকাশঃ ৯ আগস্ট, ২০০৭ | ফতোয়া নম্বরঃ 1109/846=H

بسم الله الرحمن الرحيم

সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা হল, তাবলীগী মারকাজের সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে যেতে শুরু করা। মারকাজের মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ করে স্থানীয় মসজিদের আমলে শরীক হওয়া। মুরুব্বীদের কাছে আপনার এবং আপনার পরিবারের হালত পেশ করুন। এবং তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সাথে কাজে লেগে যান। ইনশাআল্লাহ, আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন, **আপনার জীবনের ইসলাহ হবে,** এবং আপনার আখেরাতের উন্নতি হবে। তবে উসূল অনুযায়ী কাজের প্রতি একাগ্রতা ও দৃঢ়তা সাফল্যের মূল শর্ত।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম জানেন
দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
লিঙ্কঃ http://bit.ly/2m6nWGy [৫২]